জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৩৯শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩০শে পৌষ বুধবার ১৩৫৯ ইংরাজী 14th Jan. 1953 { ৩৩শ সংখ্যা

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. SERVICE

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে পৌষ বুধবার সন ১৩৫৯ সাল।

নির্ব্বাচন—নির্ব্বাসন—নির্ব্বাপণ

—•—

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটির ১৫টী সভ্যপদের জন্য ৩০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিলেন। গত ১১ই জানুয়ারী ভোট গ্রহণের দিনের দুই দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ৯ই জানুয়ারী (নাম প্রত্যাহারের সময় অতীত হইলেও) শ্রীরোহিণীকুমার রায় মহাশয় ৪নং মহল্লায় একজন মহিলা ও দুই জন পুরুষ-প্রার্থীর অনুকূলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে বিরত হইয়া নির্ব্বাচন ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়ায় ২৯ জনের মধ্যেই নির্ব্বাচন যুদ্ধ চলিয়াছে বলা যায়। ১৫ জন ১৫টি আসনে নির্ব্বাচিত হইলেন। বাকী ১৪ জনকে হতাশ হইতে হইল।

এই ১৪ জনের মধ্যে যাঁহারা এখনও পৌরসভার সভ্য আছেন, তাঁহারা নির্ব্বাসন দণ্ডই লাভ করিলেন বলিতে হইবে। তাঁহারা যে আসনে উপবেশন করিতেন তাহা অন্যে দখল করিবেন। পৌরসভার অধিবেশনকালে বা অন্য সময়েও যদি আপিসের পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তা দিয়া যান আর আসনে থাকাকালে আপিসের আরদালী, পিয়ন বা কেরাণী কাহারও উপর আবুহোসেনী প্রভুত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তবে সেই ব্যক্তির চোকে চোক পড়িলে নির্ব্বাসন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর মতই অসোয়াস্তি অনুভব করিতে হইবে।

ইঁহাদের মধ্যে যিনি বা যাঁহারা ভোট প্রাপ্তির আশায় নিজের স্বার্থহীন পরোপকার, দেশের মঙ্গল, দশের কল্যাণে ভোটারগণকে অদম্য জলন্ত আকাঙ্ক্ষা জ্বালাময়ী ভাষায় শ্রবণ করাইয়াছেন, তাহা এই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

আমরা কলিকাতা কর্পোরেশনের জনৈক স্বল্পবুদ্ধি, স্বল্পবিত্ত, পরাজিত, দশের প্রকৃত কল্যাণকামী ব্যক্তির স্বমুখনিঃসৃত গল্প প্রকাশ করিলাম। ইহাতে অনেক পরাজিত প্রার্থী সান্ত্বনাও পাইবেন।

প্রায় চল্লিশ বছরের কথা। হেয়ার ইস্কুলের মধ্যে কলিকাতা করপোরেশনের কাউন্সিলার নির্ব্বাচনের ভোট লওয়া হইতেছে। ব্রাহ্মণ গেটের কাছে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পার্শ্ববর্ত্তী লোকদের বলিতেছে—পাড়ার কয়েকজন লোকের কথায় আমি এই কুকর্ম্ম একবার করেছিলাম। যারা দাঁড়াতে বলেছিল, সেই শা—রাই আমাকে ভোট দেয়নি। আমি পেয়েছিলাম মোটে ১৭ ভোট। একটুকুও লজ্জা হয়নি। যার ভোট সে যদি আমাকে না দেয়, তবে কি গলায় দড়ি দিব, না আফিং খাব। এমন নোংড়া কাজ আর নাই, যাকে ছুলে গঙ্গাস্নান করতে হয়, শা—রা আমাকে তাদের দুয়োরেও নিয়ে খোসামোদ করিয়েছে। দুনিয়ায় আমার চেয়ে লেখাপড়া জানা উপযুক্ত কত লোক আছে। আমাকে ভোট দিবে কেন? আমি ফেল হ'য়েও রোজ দেশের কাজ করি—বৌবাজারের আর কলেজ ষ্ট্রীটের মোড় থেকে ডান দিকের ফুটপাত ধ'রে একটি ছোট্ট চুপড়ি নিয়ে চলি। যত কলার খোসা, আমের খোসা, যাতে পা পিছলে কত লোক জখম হয়, আমি তাই সব কুড়িয়ে চুপড়ি ভরলে ডাষ্টবিনে ফেলে দিই। শ্যামবাজারের মোড় পর্য্যন্ত গিয়ে অন্য ফুটপাত ধ'রে আমি চুপড়ি নিয়ে দেশের কাজ করি। আবার যেখান হ'তে যাত্রা করেছিলাম সেইখানে অপর ফুটপাতে কাজ শেষ করি, বাড়ী যাই, স্নান আহার করি। আবার পরদিন ঐ কাজ করি। আমার আপিস রবিবারে বন্ধ থাকে না। যেদিন অসুখ করে নিজের মনে মনে ছুটি নিই। পরে আমাকে ভোট দিয়া সুযোগ ক'রে দিবে তবে আমি দেশের আর দশের কাজ করবো। এতে কত যে মতলব আছে তা ওরাই জানে। পরের ভোট না নিয়ে বিয়ে করেছি, ছেলেপিলে হ'য়েছে, তাদের বিয়ে পৈতে দিচ্ছি আর দেশের কাজের জন্য পরের ভোট নইলে চলবে না, এ কাজে যাওয়া আমার একবারেই আক্কেল হ'য়েছে।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির ফ্রি-প্রাইমারী বিদ্যালয়

শ্রীকুবেরচাঁদ হালদার এম-এল-এ আমাদের জানাইয়াছেন—তিনি যখন উক্ত মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন, (১৯৪৪-৪৭) সেই সময়ে মিউনিসিপ্যাল এলাকায় উভয় পারে ২টী প্রাইমারী বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচন ফল

—•—

নামের আগে (*) তারকাচিহ্নিত ব্যক্তিগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

১নং ওয়ার্ড *মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়—২২৯, *গণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—২২৬, সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—১৪০, বিশ্বনাথ আগরওয়ালা—১৩৫।

২নং ওয়ার্ড *হাজি আমিরুদ্দিন—৪২০, *মীর জুবেদ আলি—৪১০, *নগকুমার সাহা—৩৮৫, *মদনমোহন মণ্ডল—৩৮৪, কমলারঞ্জন নাথ—২৫৬।

৩নং ওয়ার্ড *প্রভাতকুমার ব্যানার্জ্জি—২৫৬, *আবদুল্লা খাঁ—১৮৩, বিশ্বনাথ আগরওয়ালা—১৬৫, খোদাবক্স বিশ্বাস—১৪১।

৪নং ওয়ার্ড *রমাপতি চট্টোপাধ্যায়—৩০০, *দ্বারকানাথ সাহা—২৬৪, *নলিনাক্ষ বড়াল—২১৮, রাজেন্দ্রমোহন দত্ত—২০১, কর্ণ হালদার—১৯২, আরতি ব্রহ্ম—১৭৩, ছকড়িলাল সাহা—১১৬, রোহিণীকুমার রায়—৭।

৫নং ওয়ার্ড *রামপদ চন্দ্র—১০৫, ননীগোপাল সাহা—৬৮, মুরারিমোহন সরকার—৬৩।

৬নং ওয়ার্ড *কুবেরচাঁদ হালদার—১০৭, চণ্ডী চরণ হালদার—১০৫, প্রাণগোপাল চট্টোপাধ্যায়—৯৯

৭নং ওয়ার্ড *আবদুল খালেক—২১১, *মহম্মদ হাসেমুদ্দিন—১৮৭, দোকড়িচন্দ্র নাথ—৬৮।

মায়ের সম্বল

—০—

বহরমপুর কাদাই-নিবাসী স্বনামধন্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাম শিরোমণি মহোদয় পাণ্ডিত্যের জন্য যেমন সমগ্র বাংলা দেশে সুপরিচিত, তেমনি নামজাদা পাখোয়াজী বলিয়া ভারতের সমস্ত সঙ্গীতজ্ঞ মহলে সুবিখ্যাত ছিলেন। শিরোমণি মহাশয় কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন নদীয়া জেলার ঢোঁড়াদহ গ্রামের সান্যাল বংশীয় ভবতারণ সান্যাল মহাশয়কে। ভবতারণ বাবু গোরাবাজারে থাকিয়া ওকালতি করিতেন। শিরোমণি মহাশয় কন্যার এক একটি সন্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কন্যা জামাতাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেন—মা, এর আশা করিও না। একটী দৌহিত্র জন্মের পরই হাস্যমুখে বলিলেন—মা, এইটী তোমার সম্বল। কন্যাও পিতার ভবিষ্যদ্বাণীকে দৈববাণী মনে করিয়া ছেলের নাম রাখিলেন **সম্বল**। সম্বল বেশ প্রতিভাসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। এম-এ, বি-এল উকীল হইলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন প্রমুখ নেতার ডাক উপেক্ষা না করিয়া স্থান পাইলেন বাসগৃহের অতি নিকটস্থ কারাপ্রাচীরাভ্যন্তরে। ওকালতীতে নাম ছুটিল। বঙ্গীয় আইন সভার সভ্য এবং দিল্লীর ভারতীয় পরিষদের সদস্যও হইলেন।

বাঙলা এবং আসামের উকীলগণের "অল বেঙ্গল এণ্ড আসাম ল-ইয়ার্স কনফারেন্স"এর অধিবেশন এক এক বৎসর এক এক স্থানে বড় দিনের সময় হইয়া থাকে। এ বৎসর ১৯৫২ অব্দের অধিবেশন হয় কলিকাতা মহানগরীর "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হলে"। কন্‌ফারেন্সের উদ্বোধন করেন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী মহোদয়। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন বহরমপুরের এডভোকেট শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল মহাশয়। ইনিই মাতামহ শিরোমণি মহাশয়ের আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত মায়ের সম্বল—সম্বল বাবু নামে পরিচিত শশাঙ্কশেখর। মাতৃদেবী আজ ইহজগতে নাই, তবুও কবির ভাষায় বলা চলে—

সার্থক হলো আজি
দাদুর আশিস্ তাঁর।
ছেলের গৌরবে আজি
গৌরবিনী মা তাঁহার!

নদীয়া—ঢোঁড়াদহের সান্যাল বংশের ছেলের জন্মভূমি ও কর্ম্মভূমি মুর্শিদাবাদ। আজ উভয় জেলাই শশাঙ্ক বাবুর গৌরবের সমান দাবি করিয়া তাঁহার অটুট স্বাস্থ্যসহ দীর্ঘজীবন কামনা করে।

কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

জঙ্গীপুর

স্থান—ম্যাকেঞ্জি পাক, রঘুনাথগঞ্জ

তারিখ—২২শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত

থিয়েটার, যাত্রা, কবিগান, বিচিত্রানুষ্ঠান, সার্কাস, ম্যাজিক প্রভৃতি প্রমোদানুষ্ঠান।

বিশেষ আকর্ষণ—**জঙ্গীপুর শ্রী, শিশু প্রদর্শনী ও পরিপূরক খাদ্য প্রতিযোগিতা।**

আধুনিক কৃষি ও শিল্প-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি এবং পণ্যদ্রব্যের বিরাট সমাবেশ, কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হইবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য স্থানীয় কৃষি অফিস, ইউনিয়ন বোর্ড অফিস অথবা মহকুমা শাসক, জঙ্গীপুরের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করুন।

বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য মেধাবী ছাত্র প্রয়োজন। আহার, বাসস্থান ও বেতন ফ্রি। প্রয়োজন বোধে ইংরাজী ও অঙ্কে 'স্পেশ্যাল কোচিং'। —সম্পাদক

শিক্ষক আবশ্যক

জাজিগ্রাম Extended M. E. School এর জন্য একজন অভিজ্ঞ B. Sc., B. T. প্রধান শিক্ষক ও একজন ম্যাট্রিক কাব্যতীর্থ হেড পণ্ডিত আবশ্যক। বেতন যোগ্যতানুসারে। নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন।

শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক।
পোঃ জাজিগ্রাম, জেলা বীরভূম।

মুর্শিদাবাদ জেলা রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি

জঙ্গিপুর শাখা

জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের ঐকান্তিক চেষ্টায় রঘুনাথগঞ্জে মহারাজ যোগীন্দ্রনারায়ণ রিক্রিয়েশন ক্লাবে রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির জঙ্গিপুর শাখার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত ১৭ জন ভর্ত্তি হইয়াছেন। প্রতি রবিবার বৈকালে ক্লাস হয়। শিক্ষার্থিগণ মহকুমা শাসকের নিকট ভর্ত্তির ফরম পাইবেন।

মাষ্টারের ইজ্জৎ রাখে ডাষ্টার

—০—

'মাষ্টার' ও 'ডাষ্টার' দুটিই ইংরাজী শব্দ। 'মাষ্টার' বলে সাধারণতঃ শিক্ষককে, আর কালো বোর্ডে খড়ির লেখা যে ঝাড়নের মত বস্ত্রখণ্ড দিয়ে মুছিয়া ফেলে, তারই নাম 'ডাষ্টার'।

অনেক মাষ্টার আছেন, যাঁহারা বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের বানান জানেন না। ব্যাকরণের ষত্ব, ণত্ব জ্ঞান একেবারেই নাই। ইঁহারা মানুষ তৈরী কারখানায় মিস্ত্রী হইয়া অমানুষ তৈরী করিয়া থাকেন। যে শ্রেণীতে ইঁহারা পড়াইতে যান, ব্লাকবোর্ডে কিছু লিখিয়া ছেলেদের বুঝাইবার সঙ্গে সঙ্গে 'ডাষ্টার' দিয়া মুছিয়া বানান ভুলের দায়ে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করেন। আমরা মানুষ তৈরী কারখানার 'কোয়ার্টার ডজন' মাষ্টারের ডাষ্টারে মুছিয়া ফেলা যায় না এমন স্থানে চটকান বিদ্যার একই ভুল হপ্তার পর হপ্তা চালাইবার নিদর্শন পাইয়া তাহা সাধারণের গোচরে আনিবার সুযোগের অপেক্ষায় আছি। এই সব "মন্দ কবিঃ যশপ্রার্থী" জ্ঞানপাপীরা সুকোমলমতি বালকগণের মধ্যে ছাপার অক্ষরে বর্ণাশুদ্ধির বিষ ছড়াইয়া সর্ব্বনাশ করিতেছেন। যে অপরাধে ছেলেদের চড় থাপ্পর দিয়া থাকেন, নিজেরা সেই অপরাধ করিয়া অক্ষতদেহে সসম্মানে মাস মাস মোটা মোটা মজুরী আদায় করিতেছেন।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ গন্ধসারে সুবাসিত এই পরিস্রুত ক্যাস্টর অয়েল কেশের সৌন্দর্য্য বর্ধনে অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ। পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত 'ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ৵০ আনা।

সোল এজেন্ট:— **ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

এলোপ্যাথিক ঔষধ

এখানে পাইকারী ও খুচরা সর্বপ্রকার ঔষধ সুলভে পাওয়া যায়

ন্যাশনাল মেডিকেল হল

জিয়াগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ